যুগান্তর

তারিখ - 23 - AUG - 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বাসাবাড়িতে চলছে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

এক পাশে বাসাবাড়ি। ঝুলছে সকালে গোসলের পর শুকাতে দেয়া নারী-পুরুষের কাপড়-চোপড়। আরেক পাশে ক্লাসরুম। অপ্রশস্ত সিঁড়ি। ঘিঞ্জি পরিবেশ। এভাবেই চলছে একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর নাম বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শের অনুসারী কয়েকজন প্রতিষ্ঠা করেছেন এ প্রতিষ্ঠানটি। পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে জঙ্গিবাদে উৎসাহিত হওয়ার মতো বেশকিছু বইপত্র পাওয়া গেছে। বিশেষ করে মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মুরসির ব্রাদারহুডের আধ্যাত্মিক নেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত তাফসির ফি জিলালিল কোরআন পাওয়া গেছে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সোমবার পরিদর্শনে যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এতে নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান। এ প্রসঙ্গে তিনি যুগান্তরকে বলেন, বাসাবাড়ির মধ্যে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানকে আমি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয় বলব না। এটা একটা স্কুল হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। বড়জোর একটা কোচিং সেন্টার বলা যেতে পারে। দুপুরের দিকে টিমটি আকস্মিক পরিদর্শনে যায়। টিমে অন্যদের মধ্যে উপ-পরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) জেসমিন পারভীন, উপসচিব শাহীন সিরাজ ও আমিনুর রহমানও ছিলেন।

ইউজিসির সরেজমিন পরিদর্শন

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, আমরা গিয়ে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ। তবে দু-তিন কর্মকর্তা পেয়েছি। তারা জানিয়েছেন, সোম ও মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। আমরা এ তথ্য জানতাম না। তিনি বলেন, নারী-পুরুষ ভেদে আলাদা ক্যাম্পাস চালায়। কিন্তু দুটির মধ্যে একটির অনুমোদন নেই। যেটির অনুমোদন আছে, সেটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি পরিবেশ, অপ্রশস্ত সিঁড়ি নিয়ে চলছে। তাদের চার হাজার ছাত্রছাত্রী আছে বলে জানিয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরিতে সেই তুলনায় বই নেই। অবস্থা এমন যে সেটিকে বড়জোর ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা বলা যায়। ল্যাবরেটরিতে কয়েকটি কম্পিউটার। পর্যাপ্ত বসার জায়গা নেই।

টিমের এক সদস্য জানান, প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৯ ধারা পরিষ্কার লংঘন করেছে। এর দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের সুপারিশ করা যায়। আমরা আগে জানলে ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে দেয়া বিজ্ঞপ্তিতেও এ বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করতাম। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে কি সুপারিশ করব তা এ মুহূর্তে বলতে পারছি না। আরেক দিন ভিজিটের পর বলা যাবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. ইউসুফ যুগান্তরকে বলেন, বন্ধের দিন থাকায় টিমের সদস্যরা আমাদের কাউকেই পাননি। আমরা ইসলামিক স্টাডিজ প্রোগ্রাম পড়াই। তার রেফারেন্স হিসেবে লাইব্রেরিতে কিছু ধর্মীয় বই আছে। ফি জিলালিল কোরআনের লেখক মিসরীয়, তা আমিও জানতাম না। তিনি বলেন, তিন থানার সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ে আমরা থাকি। ইসলামী নাম হওয়ায় আমরা সর্বদা সতর্ক থাকি। আমাদের এখানে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই।

তবে পরিদর্শন টিমের সদস্যরা বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ট্রাস্টি জামায়াত-শিবিরপন্থী। জামায়াতপন্থী আলেম মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। এটি আইনশৃংখলা বাহিনীর কাছে শিবিরের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। যে কারণে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি।